তারিখ 09 NOV 1991

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূল প্রসঙ্গঃ প্রস্তাবনা

ইকবাল খোরশেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মুষ্টিমেয় কয়েকজন সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে বছরের পর বছর। সন্ত্রাসীদের সীমানা এখন বিশ্ববিদ্যালয় অতিক্রম করে কলেজ ছাড়িয়ে স্কুলের আঙ্গিনায় গিয়ে পৌঁছেছে। শিক্ষাজীবন দিনদিনই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মনে হয় যেন কোনো শক্তিশালী মহল একটি নীল-নকশা তৈরী করে ধাপে ধাপে বাংলাদেশের শিক্ষাকে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই বিষয়ে দেশ-পরিচালকদের কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। থাকলে বছরের পর বছর এই অবস্থা চলতে পারে না। দেশ-পরিচালকদের অবস্থা দেখে মনে হয় তারাই বুঝিবা নীল-নকশা প্রণয়নকারী অথবা প্রণয়নকারীর পরিকল্পনাকে কার্যকরকারী অথবা ঘনিষ্ঠ সহযোগী। একটি বিষয়ে সবাই একমত যে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের মূল কারণ রাজনৈতিক। সুতরাং এর সমাধানও খুব সহজ। বিবদমান রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে একটা সমঝোতা হলেই সন্ত্রাস নির্মূল হয়ে যায়। কিন্তু "বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?" 'বাইশ মণ ঘিও সংগ্রহ হবে না, রাধাও নাচবে না' এমন অবস্থা চলতে দেয়া যায় না বলেই শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূল করে শিক্ষাজীবনকে বাঁচানোর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতিব জরুরী হয়ে পড়েছে।

তার আগে একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন এই রাজনৈতিক সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনে; বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এত শক্তিশালীরূপ লাভ করে কেন! এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসনের বড় বড় পদে নিয়োজিত থাকেন সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। নিযুক্তিকালে তাঁদের প্রশাসনিক যোগ্যতা আছে কি-নেই সে বিষয় বিবেচিত হয় না। বিবেচ্য হয় অন্য আরো অনেক যোগ্যতা। ফলে প্রশাসন সব সময় খুব যোগ্যতাসম্পন্ন বা শক্তিশালী হয় না, এমনিক প্রশাসনকে নিরপেক্ষও বলা যায় না। কীভাবে নিরপেক্ষ নয় তা একটু তালিয়ে দেখা যাক। পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য (chancellor)Ç তিনি শিক্ষকদের মধ্য থেকে নিজের পছন্দ মতো ব্যক্তিকে উপাচার্য (Vice chancellor) নিয়োগ করেন। উপাচার্য আবার তার পছন্দ মতো ব্যক্তিবর্গকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর (proctor) ও হলসমূহের প্রাধ্যক্ষ (provost) পদে নিয়োগ করেন। তদুপরি শিক্ষকদের 'সাদা' 'নীল' ও 'গোলাপী' দলের দৌরাত্ম্য তো আছেই। বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সেহেতু সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ কোনো না কোনোভাবে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন/দর্শন/মতাদর্শকে সমর্থন করেন। সুতরাং উপরোল্লেখিত নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে গন্ডিতে আবদ্ধ তাতে তা' কোনো অবস্থাতেই নিরপেক্ষ হতে পারে না। যার ফলে প্রশাসন যোগ্যতাসম্পন্ন ও শক্তিশালী হয় না এবং উপরের মহলের চাপে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে সক্ষম হয় না। ফলে প্রশাসন সন্ত্রাস দমন বা নির্মূল করার ব্যাপারে নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ ছাড়া কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না। সব সময় সর্বক্ষেত্রে যে এই রূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় তা কিন্তু নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। বিগত বছরগুলোর অবস্থা অন্তত আমাদের এই পরিস্থিতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সন্ত্রাস মুক্ত করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসনকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে, গড়ে তুলতে হবে সৎ নিরপেক্ষ ও শক্তিশালীরূপে। তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসন। প্রয়োজন প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে সম্মানিত শিক্ষকদেরকে অব্যাহতি দেয়া। সেটি কীভাবে সম্ভব তারই একটি প্রস্তাবনা আলোচ্য রচনায় তুলে ধরা হলো।

১. ক. রাষ্ট্র-প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য থাকবেন না।

খ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রফেসরদের (যাঁরা কেবল প্রফেসর পদে নিযুক্ত আছেন) প্রত্যক্ষ-গোপন ভোটে একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদকে (যিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত নন) আচার্য মনোনিত করতে হবে।

গ. আচার্যের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে।

ঘ. নির্বাহী কমিটির সদস্য থাকবেন একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, একজন প্রবীণ সাংবাদিক, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। এঁরা প্রত্যেকে আচার্যের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রফেসরদের প্রত্যক্ষ-গোপন ভোটে মনোনিত হবেন।

ঙ. এছাড়া উক্ত নির্বাহী কমিটিতে থাকবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রধান ব্যক্তি।

২. আচার্যের নির্বাহী কমিটির কাজঃ

ক. আচার্যের নির্বাহী কমিটি প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনিক কার্যকলাপ সচল রাখার জন্যে নিয়মনীতি প্রণয়ন করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে কিছু নিয়ম-কানুন ও আইন প্রণয়ন করবেন। এবং আইন ভঙ্গ করলে কী কী শাস্তি হতে পারে তাও নির্ধারণ করবেন। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একজন ছাত্র অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার দায়ে অভিযুক্ত হলো। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০,০০০ টাকা জরিমানা বা আরো কঠোর কোনো শাস্তি।

খ. নির্বাহী কমিটি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর মেয়াদের জন্য একজন উপাচার্য ও একজন উপ-উপাচার্য-নিয়োগ করার জন্যে আচার্যকে পরামর্শ দেবেন। এবং কাকে কোথায় নিয়োগ করতে হবে সে বিষয়েও প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য যিনি নিযুক্ত হবেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন। নির্বাহী কমিটি প্রয়োজন মনে করলে যে কোনো মুহূর্তে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারবেন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন।

গ. নির্বাহী কমিটি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের জন্য অন্তত দুইজন প্রক্টর নিয়োগ করার জন্যে আচার্যকে পরামর্শ দেবেন। প্রক্টরের পদ হবে পূর্ণাঙ্গ পদ। এবং বদলিযোগ্য। প্রক্টর পদে যাঁকে নিয়োগ করা হবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকবেন না। তাঁর একমাত্র দায়িত্ব হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। নির্বাহী কমিটি প্রয়োজন মনে করলে মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই যে কাউকে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি করতে পারবেন।

ঘ. নির্বাহী কমিটি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক হলে তিন বছর মেয়াদের জন্য একজন প্রত্যক্ষ (provost) প্রয়োজন অনুযায়ী আবাসিক (House Teotor) শিক্ষক ও একজন শৃঙ্খলা কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন। এই পদগুলো খণ্ডকালীন না হয়ে পূর্ণাঙ্গ পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষককে এই সব পদে নিয়োগ প্রদান করা হবে না। এই পদগুলোও পূর্বোক্ত পদসমূহের মতো বদলিযোগ্য পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ নির্বাহী কমিটি প্রয়োজন মতো যে কাউকে যে কোনো সময়ে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো হলে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন বা বদলি করতে পারবেন।

এবার দেখা যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে নতুন করে ঢেলে সাজালে কী ভাবে সন্ত্রাস নির্মূলের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

১. যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য রাষ্ট্রপ্রধান না হ'য়ে একজন নিরপেক্ষ প্রবীণ শিক্ষাবিদ হবেন এবং তাঁর উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে, সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পূর্বোক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ প্রদানের সময় কোনো প্রকার রাজনৈতিক প্রভাব কার্যকর হবে না। ফলে প্রশাসন গড়ে উঠবে সৎ ও নিরপেক্ষরূপে। সৎ ও নিরপেক্ষ প্রশাসন যে কোনো অপরাধী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে নির্বাহী কমিটিকে সুপারিশ করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

২. যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ প্রশাসনে থাকছেন না, সেহেতু তাঁদের রাজনৈতিক মতামত/দর্শন/ মতাদর্শ ও প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে পারবে না। তদুপরি প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে শিক্ষকরা অব্যাহতি পেলে তাঁরা জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানদান কাজে অধিক মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবেন।

৩. যেহেতু হলসমূহের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক ও শৃঙ্খলা কর্মকর্তা পদগুলো পূর্ণাঙ্গ সেহেতু তাঁরা প্রশাসনিক কাজে সর্বক্ষণ সময় ব্যয় করতে পারবেন। হল ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা জানবেন বুঝবেন ও আইন-শৃঙ্খলার দিকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখতে পারবেন।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরগণ ও হলসমূহের শৃঙ্খলা কর্মকর্তা উপাচার্য ও প্রাধ্যক্ষের মাধ্যমে কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে নির্বাহী কমিটির সদস্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রধান ব্যক্তিকে জানাবেন। তিনি জ্ঞাত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫. যেহেতু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রধান ব্যক্তি নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন সেহেতু কোনো সমস্যা দেখা দিলে তিনি জ্ঞাত হবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে আচার্য ও নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নিকট তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে।

৬. পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নির্বাহী কমিটির কিছু নিয়মনীতি ও আইন প্রণয়ন করবেন। সেই অনুযায়ী কোনো ছাত্র বা ছাত্রী যদি আইন ভঙ্গকারী কোনো কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে হলের শৃঙ্খলা কর্মকর্তা হল প্রাধ্যক্ষের মাধ্যমে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও উপাচার্যের মাধ্যমে নির্বাহী কমিটির কাছে নালিশ জানাবেন। নির্বাহী কমিটি তদন্ত সাপেক্ষে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পূর্বোক্ত পদ্ধতির কিছু কিছু অসুবিধা বের করা যে খুব কঠিন তা নয়। পদ্ধতি যাই হোক না কেন সদিচ্ছার প্রয়োজন সবার আগে। তবে দেশে অনেক কিছুই নতুনভাবে নতুন পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূলের ব্যাপারে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা একেবারে অমূলক বা অবান্তর হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি চালু করার জন্যে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার সার্বভৌম সংসদের মাধ্যমে এ পথে অগ্রসর হতে পারেন খুব সহজেই।

ইকবাল খোরশেদঃ এম. এ শেষ বর্ষের ছাত্র, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।